



154850 - শাবানী বদাত

প্রশ্ন

দক্ষিণ এশিয়ার অনেকে মুসলমান শাবানী নামে যে অনুষ্ঠানগুলো পালন করে সেগুলো কী কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কোন কোন মুসলিম শাবান মাসের মধ্যবর্তী দিন (১৫তম দিন) উদযাপন করে থাকে। এই দিনে তারা রোযা রাখে, রাত্রে নামায আদায় করে। এ বিষয়ে হাদিস বর্ণনা আছে; কিন্তু সটেসিহি নয়। এ কারণে আলমেগণ এই দিন উদযাপনকে বদাত হিসেবে গণ্য করছেন। শাতবী (রহঃ) বলেন: "সুতরাং বদাত হচ্ছে দ্বীনী বিষয়ে নব উদ্ভাবিত এমন এক পথ যা শরয়ী পথে প্রতীতিবন্দী; এ পথ অনুসরণে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে অতিরিক্তজন...। এর মধ্যে রয়েছে নরিদ্বিষ্ট পদ্ধতি ও কাঠামোর অনুসরণ। যমেন— সম্মিলিতভাবে এক সুরে যকিরি করার পদ্ধতি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনকে ঈদ (উৎসব) হিসেবে উদযাপন করা ও এ ধরণে অন্যান্য উৎসব। এর মধ্যে রয়েছে নরিদ্বিষ্ট কিছু সময়ে নরিদ্বিষ্ট কিছু ইবাদত পালন করা; শরয়ীতে এমন কোন নরিদ্বিষ্টতার দলিল পাওয়া যায় না। যমেন— মধ্যবর্তী শাবানের দিনে রোযা রাখা ও রাত্রে নামায আদায় করা।"[আল-ইতিসাম (১/৩৭-৩৯) থেকে সমাপ্ত]

মুহাম্মদ আব্দুস সালাম আস-শুকাইরী বলেন: "ইমাম আল-ফাতনি 'তায়কিরাতুল মাওয়ুআত' গ্রন্থে বলেন: মধ্যবর্তী শাবানের রাত্রে হাজার রাকাত নামায পড়ার যে বদাত উদ্ভাবন করা হয়েছে; জামাতের সাথে সূরা ইখলাস দিয়ে একশ রাকাত দশ দশবার। তারা এ নামাযকে জুমার নামায ও ঈদরে নামাযের চয়ে বশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অথচ এর সপক্ষে কোন হাদিস বা আছার (সাহাবীর উক্তি) আসেনি। তবে 'আল-কুত'-এর গ্রন্থকার ও 'ইহইয়া'-এর গ্রন্থকার কিংবা অন্য কোন গ্রন্থকারের উল্লেখ করা দ্বারা বহিরাণ্ড হওয়া যাবে না। তাফসরি ছালাবীতে এ রাতকে লাইলাতুল ক্বাদর হিসেবে উল্লেখ করার দ্বারাও বহিরাণ্ড হওয়া যাবে না।"[সমাপ্ত]

ইরাক্বী বলেন: "মধ্যবর্তী শাবানের হাদিস বাতিল। ইবনুল জাওয়যি ঐ হাদিসটি 'আল-মাওয়ুআত' (জাল হাদিসের সংকলন)-এ উল্লেখ করেছেন। মধ্যবর্তী শাবানের রাত্রে নামায ও দোয়া শীর্ষক অধ্যায়: "মধ্যবর্তী শাবানের রাত উপনীত হলে তোমরা রাত্রে নামায পড়বে এবং দিনে রোযা রাখবে।"[এ হাদিসটি ইবনে মাজাহ আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাশিয়াকার বলেন: 'আল-যাওয়যদে' গ্রন্থে বলা হয়েছে এর সনদ দুর্বল। বর্ণনাকারী ইবনে আবু বুররা দুর্বল হওয়ার কারণে। তার ব্যাপারে



আহমাদ ও ইবনে মায়ীন বলছেন সের হাদিসি জাল করে।"[সমাপ্ত]

বপিদ মুসবিহত দূর হওয়া, আয়ু দীর্ঘ হওয়া ও মানুষ থেকে অমুখাপকেষী হওয়ার নয়িত মধ্যবর্তী শাবানে ৬ রাকাত নামায পড়া এবং নামাযের মাঝে মাঝে সূরা ইয়াসনি তলোওয়াত করা ও দোয়া করা নঃসন্দহে দ্বীন ইসলামে অভনিব বযিয় এবং সাইয়যদেল মুরসালনিরে আদর্শরে বরখলোফ। আল-ইহইয়া গ্রন্থরে ব্যাখ্যাকার বলনে: "উততরসূরী সূফীদরে গ্রন্থে এ নামাযরে উল্লখে মশহুর। কনিতু এ নামাযরে ও দোয়ার সমর্থনে আমি সুনহাতে কোন সহহি দললি দখেনি; এটি সূফী শাইখদরে আমল। আমাদরে মাযহাবরে আলমেগণ বলছেন: উল্লখেতি রাতগুলোর কোন একটিতে ইবাদত করার জন্য মসজিদে কথিবা অন্য কোথাও একত্রতি হওয়া মাকরুহ।

আন-নাজম আল-গাইত্বি 'মধ্যবর্তী শাবানের রাতে জামাতরে সাথে নামাযরে পদ্ধতি'-এর ব্যাপারে বলনে: "হজাযরে অধিকাংশ আলমে এটাকে অস্বীকার করছেন। তাদরে মধ্যে রয়ছেন— আতা, ইবনে আবু মুলাইকা, মদনিার ফকীহগণ, ইমাম মালকেরে ছাত্রগণ। তারা বলনে: এগুলো সব বদিত। এ নামায জামাতরে সাথে আদায়রে ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কথিবা তাঁর সাহাবীবর্গ থেকে কোন কিছু সাব্যস্ত হয়নি। নববী বলনে: রজব ও শাবান মাসরে নামায গ্রহতি ও ননিতি দুটি বদিত।"[আস-সুনান ওয়াল মুবতাদাত (পৃষ্ঠা-১৪৪) থেকে সংকলতি]

আল-ফাতনি (রহঃ) তার উপরোল্লখেতি বক্তব্যরে পর বলনে: "এ নামাযরে কারণে সাধারণ মানুষ মহা ফতিনাগ্রস্ত হয়েছে। এর কারণে অনবিার্য হয়েছে ব্যাপক আগুন জ্বালানো, এর প্রক্ষেতি গুনাহর কাজ ও হারাম কাজ অনবিার্য হয়েছে; যা বরণনাতি। এমন কি আউলিয়াগণ এই নামাযরে দনিক্ষণে ভূমি ধ্বসরে আযাবরে ভয়ে নরিজন জায়গায় পালিয়ে যতেনে। এ নামাযরে বদিত সর্বপ্রথম চালু হয় ৪৪৮ হজিরীতে বায়তুল মুকাদ্দাসে। যায়দে বনি আসলাম বলনে: আমরা আমাদরে শাইখ ও ফকীহদরে মধ্যে এমন কাউকে পাইনি যিনি শবে বরাতরে দকি ভরূক্ষেপে করতনে, কথিবা অন্য রাতরে উপর এ রাতকে মর্যাদা দতিনে। ইবনে দহইয়্যা বলনে: শবে বরাতরে হাদসিগুলো মাওয়ু (বানোয়াট)। একটি হাদসি মাকতু। যে ব্যক্তি এমন কোন হাদসিরে উপর আমল করে যে হাদসিরে ব্যাপারে সাব্যস্ত হয়েছে যে, এটি মথিয়া সের ব্যক্তি শয়তানরে খাদমে।"[আল-ফাতনির রচিত "তায়করিতুল মাওয়ুআত" পৃষ্ঠা-৪৫ থেকে সমাপ্ত]

আরও জানতে দেখুন: ইবনুল জাওয়ারি "আল-মাওয়ুআত" (২/১২৭), ইবনুল কাইয়্যমে এর "আল-মানার আল-মুনীফ ফসি সাহীহ ওয়ায যায়ীফ" (পৃষ্ঠা-৯৮), আস-শাওকানীর "আল-ফাওয়াদে আল-মাজমুআ" (পৃষ্ঠা-৫১)।

কছু কছু মানুষ শাবান মাসরে শেষে দনিগুলোকে "শাবানী" আখ্যায়তি করে থাকনে। তারা বলনে: এ দনিগুলো খাওয়া-দাওয়াকে বদীয় জানানোর দনি। তাই রমযান মাস প্রবশে করার পূর্ববে এ দনিগুলোকে তারা খাওয়া-দাওয়ার সুযোগ হিসেবে গণ্য করনে। আর কছু কছু ভাষাবদি উল্লখে করছেন যে, এটি খ্রিস্টানদরে থেকে গৃহীত। কারণ খ্রিস্টানরো তাদরে "উপবাস" পালন কাছাকাছি আসলে এমনটি করত।



সারকথা হল: শাবান মাসে উদযাপনরে কিছু নাই। শাবান মাসরে মধ্যবর্তীতে কংবা শেষদকিে বিশিষে কোন ইবাদত নাই। এ ধরণরে কিছু করা বদাত ও গর্হতি কাজ।

আল্লাই সর্বজ্ঞ।